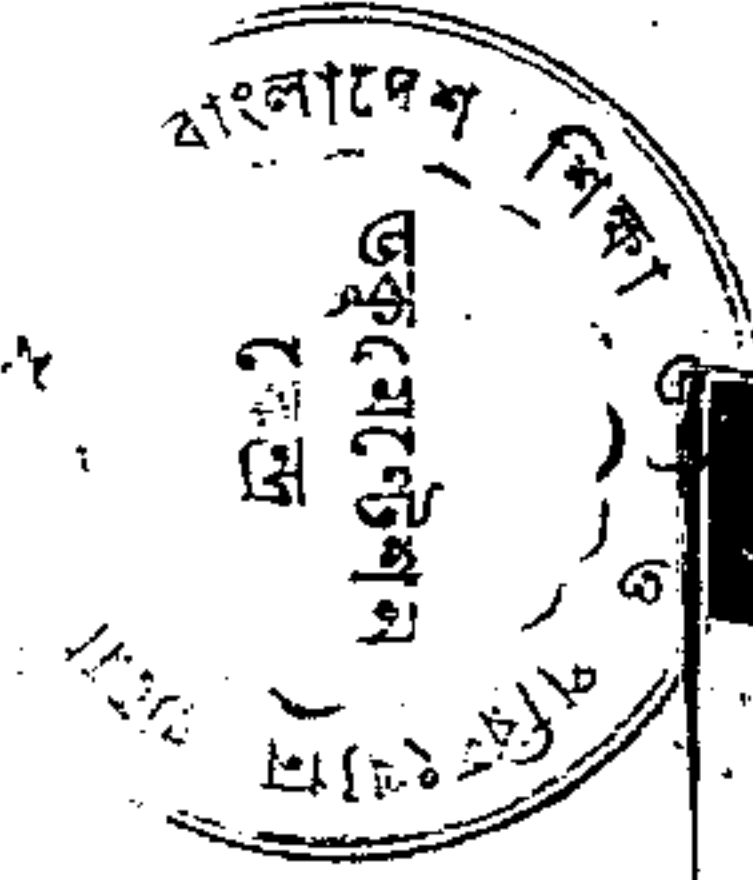




উপজেলা পরিক্রমা

তাহিরপুর

সুনামগঞ্জ, ৬ মে (সংবাদদাতা)।— তাহিরপুর সুনামগঞ্জ জেলার একটি অনুন্নত ও অবহেলিত জনপদের নাম। এককালের তাহিরপুর থানা উপজেলায় রূপান্তরিত হয়েছে কেবল নামেই। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ উক্ত জনপদের চেহারার ভেতন-উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। জাতীয় অর্থনীতিতে তাহিরপুরের গুরুত্ব খাটো করে দেখার নয়। সারা দেশে বিপুল পরিমাণ সিলিকা বালু, কয়লা, পীণ্ডেলস, সলিউবল বালু ইত্যাদি তাহিরপুর উপজেলাই যোগান দিচ্ছে। তাছাড়া তাহিরপুর দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ চুনা পাথর। এ চুনা পাথরে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর চাহিদা মিটে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। এ উপজেলা সবদিক থেকে অবহেলিত।

১৪১ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট উপজেলার মোট ইউনিয়ন সংখ্যা ৭টি। লোকসংখ্যা মোট ১,১৯,১৪৩ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৬১,৮৪৫ জন ও মহিলা ৫৭,২৯৮ জন। ২৪৫টি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এ উপজেলায় মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৫৮,৯১৮ একর। এখানে এক ফসলী জমি রয়েছে ৪৮,৯০০ একর, দু'ফসলী ৯,৫৬৮ একর, তিন ফসলী ৪৫০ একর। যোগাযোগ

জেলা সদরের সাথে এ উপজেলার এখনও সুষ্ঠু সড়ক যোগাযোগ গড়ে উঠেনি। শুকনো মওসুমে যোগাযোগের একমাত্র ভরসা পায়ে হাঁটা। উপজেলার মোট রাস্তার পরিমাণ ১৩৫ মাইল। এর মধ্যে ১৩৪ মাইলই কাঁচা। এ কাঁচা রাস্তাগুলোও সুখর নয়।

ওয়াজখালী-নিয়ামতপুর হয়ে তাহিরপুর উপজেলার সাথে সুনামগঞ্জ জেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাজ চলছে। এ কাজ করছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। কিন্তু এ রাস্তার কাজ আর শেষ হয় না।

শিক্ষা

তাহিরপুরে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে মোট ৫৫টি। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২। কোন মহাবিদ্যালয় নেই।

কৃষি

খাদ্য উৎপাদনের দিক থেকে তাহিরপুর উদ্বৃত্ত এলাকা। উপজেলার মোট চালের চাহিদা ২৪,০০০ মণ। উৎপন্ন হয় ১,২৯,০৪০ মণ। উপজেলার সমুদয় জমি চাষাবাদ হয়ে থাকে মাক্কাতা আমলের পদ্ধতিতে। উক্ত জমিতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ হলে খাদ্য উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেলো।

স্বাস্থ্য

উপজেলায় সরকারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে মোট ৯টি; মাতৃমন্ডল আছে ১টি। সবগুলো চিকিৎসা কেন্দ্রই সমস্যার ভাবে জরাজীর্ণ। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, রোগীরা চিকিৎসা করাণের পূর্বে হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

আইন-শৃংখলা

উপজেলার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ ও উপজেলার নিত্যদিনের ঘটনা।

সীমান্ত উপজেলা তাহিরপুর চোরাকারবারীদের আশ্রয় বিচরণ ক্ষেত্র। বলা যায়, সর্গরাজ্য। এখান থেকে পুরাতন কাপড়, মাছ, চাল, রসুন ভারতে হিজরত করে আইন গুরুদের নাকের ডগায় প্রকাশ্যে। সামান্যতম বাধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে না কেউ। এর কারণ রহস্যময়।